চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের

অশোক ফিল্ম প্রচেষ্টা

StudioMita

অশোক ফিল্মসের নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

চিত্রাঙ্গদা

পরিচালনা : হেম চন্দ্র ও সৌরেন সেন

চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও মন্মথ রায়

সঙ্গীত পরিচালনা : পঙ্কজ মল্লিক

প্রযোজনা : ইন্দ্র সেন রায়

চিত্রগ্রহণ : প্রবোধ দাশ

শব্দ যন্ত্রী : মনি বসু ও সুশীল সরকার

সম্পাদনা : সুবোধ রায়

শিল্প নির্দ্দেশক : সুনীতি মিত্র

রূপ সজ্জা : মদন পাঠক, নুরু সরকার

রসায়নাগরিক : পঞ্চানন নন্দন

ব্যবস্থাপক : জে, পি, জাঠেরিয়া
হরিশঙ্কর ও কপিল সিং

প্রচার উপদেষ্টা : ওমবিকা গুপ্ত

সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ

সহকারীগণ ঃ

প্রধান সহকারী পরিচালক : সলিল দত্ত

নৃত্য পরিচালনা : প্রহ্লাদ দাস

পরিচালনায় : শিশির গাঙ্গুলী

চিত্রগ্রহণে : জ্ঞান কণ্ডু, দুর্গা রাহা,
জয় মিত্র, শঙ্কর চ্যাটার্জি

শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, সুজিত
সরকার, চঞ্চল বোস

সঙ্গীতে : বীরেন বল, প্রভাত মিত্র

রসায়নাগারে : তারাপদ চৌধুরী,
অবনী মজুমদার

শিল্প নির্দ্দেশে : হেম ভৌমিক

স্থির চিত্রগ্রহণে : রূপনারায়ণ রায়

——* কৃতজ্ঞতা স্বীকার *——

সারদা শামসের জং বাহাদুর রাণা * কলিকাতা মাউন্টেড পুলিশ।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক—ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

কাহিনী

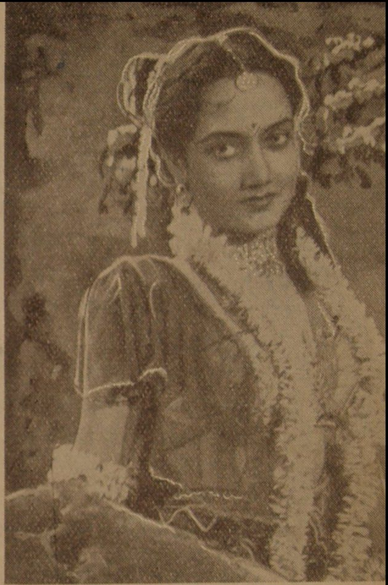

"চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি
মনে মনে * *

আশ্চর্য্য পার্থ অবাক্ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু!

"স্নেহে সে নারী, বীর্য্যে সে পুরুষ" – কে এই অনন্ত রহস্যময়ী নারী ?

অসামান্যা চিত্রাঙ্গদা শিববর ব্যর্থ করে জন্ম নেয় মনিপুর রাজ অন্তঃপুরে। দৈবের এ আশ্চর্য্য পরিহাস অস্বীকার করেন মনিপুররাজ—পুত্র স্নেহে লালন করেন কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে। * * *

নারীর যৌবনহৃদয়ে ফাগুনের দুরন্ত আহ্বান এতটুকু সাড়া আনে না; কোলাহল মুখর রাজপুরীতে বসন্ত-উৎসবের নৃত্য গীত আনে মাদকতা—

মোহিনী মায়া এলো
এলো যৌবন কুঞ্জ বনে * * *

কিন্তু অস্ত্রাগারে বসে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা স্বপ্ন দেখে অস্ত্র পরীক্ষার। সখীদের কোন মিনতি ওর মনকে টলাতে পারেনা।

অস্ত্রবিদ্যার সব কিছু সূক্ষ্ম কৌশল যেন কোন যাদুমন্ত্রে অর্জ্জন করেছে এই বীর্য্যবতী নারী। অজেয় অসীম শক্তিশালী কিরাতরাজ দুরন্ত কৃতান্তকে পরাজিত করে বন্দী করে সে সহজ বিক্রমে! কিন্তু সহসা জীবনের সহজ ছক্ কাটা পথ'টা যেন ওলট পালট হয়ে যায়—মৃগয়ায় মৃগের সন্ধান হয় ব্যর্থ, পর্ব্বত পথে বিশ্রামরত সুপ্ত পার্থের দর্শনে চিত্রাঙ্গদার শান্ত সমাহিত হৃদয়ে ওঠে যৌবনের ঝড়, যৌবনের দুরন্ত উল্লাসে গীতমুখর হয়ে ওঠে ওর মনপ্রাণ :

"ওরে ঝড় নেমে আয়
আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে .. ..

এ যেন কোন নতুন আলো, নতুন স্বপ্ন সন্ধান : – "বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে"

ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার নারী হৃদয়ের কামনা শুনতে পাননি, শুনেছিলেন এক কিশোর বালকের দুরন্ত স্পর্দ্ধা!

কিরাত বিজয়ী চিত্রাঙ্গদার সুরু হয় পার্থের হৃদয়বিজয়ার্থে অজ্ঞাত বাস। পুরুষের বেশ পরিত্যাগ ক'রে নারীবেশে শিব মন্দিরে অর্জ্জুনের কাছে তার প্রেম নিবেদন হয় প্রত্যাখ্যাত! বসন্তের সব আনন্দ হয়ে ওঠে ক্রন্দসী, গুমরে গুমরে ওঠে ওর হৃদয়—

"রোদন ভরা এ বসন্ত ……

'ছি ছি কুৎসিত কুরূপা''—চিত্রাঙ্গদা হ'লো মদনদেবের শরণপ্রার্থী। গভীর আবেগে মনপ্রাণতনু সমর্পণ করে ও—

"আমার এ রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে' … …

তুষ্ট মদনদেবের বরে সৌন্দর্য্যে ও যৌবনের লাবণ্যে ভরে ওঠে চিত্রাঙ্গদার মনপ্রাণদেহ এক বছরের জন্যে! ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের চোখে তিনি বিস্তার করেন মোহজাল।

যেন কোন স্বপ্নভঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেখে ওর দেহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপঢৌকন—গেয়ে ওঠে ও অবাক বিস্ময়ে—

"আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি" … …

পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বিশ্ববিজয়ী পার্থ, এতটুকু প্রেম ভিক্ষা কামনা ওঁর! এ মায়া এ মিথ্যা! আঘাত করে চিত্রাঙ্গদাকে, ফিরে যায় ও মদনের কাছে, বলে প্রত্যাহার কর তোমার বর। আশ্বাস দেন অনঙ্গদেব—এই মিথ্যা মায়ার ভেতর দিয়ে অর্জ্জুন পাবে তোমার সত্য পরিচয়।

সুন্দর পবিত্র প্রেমময় কত রজনী ওদের ভোর হয়ে যায়, কত ভোর বিলীন হয় রজনীতে, নৃত্য গীত আনন্দে মুখরিত হয় ওদের জীবন—গেয়ে ওঠে ওরা

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা—"

বন্দী কৃতান্ত বন্দীশালা থেকে পালিয়ে ব্যাঘ্র বিক্রমে অত্যাচার সুরু করে। মণিপুরে উৎকণ্ঠিত নগরবাসী মনপ্রাণে আহ্বান জানায় চিত্রাঙ্গদাকে—সব কিছু তুচ্ছ ক'রে চিত্রাঙ্গদা ব্যস্ত তার জীবন বল্লভকে নিয়ে। কে এই চিত্রাঙ্গদা—আর্ত্ত নগরবাসী এ বিপদের দিনে যাকে এমন ক'রে স্মরণ করে—অবাক্ হয়ে ভাবে অর্জ্জুন, ক্ষাত্রধর্ম্ম গর্জ্জে ওঠে ওর—যেতে চায় ও আর্তপরিত্রাণে! বছর অতিক্রান্তের শেষ দিনে ফুলশয্যা ত্যাগ ক'রে অর্জ্জুন দেখে প্রিয়া নেই—দূরে শুধু দেখা যায় মণিপুর অশ্ববাহিনীর বিজয় উল্লাস—পুরোভাগে অশ্বারূঢ় কিশোর এক যুবা—সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা—"সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজের অপমান"…

কোথায় পার্থপ্রিয়া - কোথায় চিত্রাঙ্গদা !!!

সঙ্গীত

(১)

মোহিনী মায়া এলো,
এলো যৌবন কুঞ্জবনে,
এলো হৃদয় শিকারে ;
এলো গোপন পদ সঞ্চারে,
এলো স্বর্ণ কিরণ বিজড়িত অন্ধকারে।
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায়, ছায়ায় ছায়ায়,
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য্য পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধন দীক্ষা।
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে।
এসো সুন্দর নিরলংকার,
এসো সত্য নিরহংকার।
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো আনো, মুক্তি আনো।
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ উদ্ধারে।

(২)

ওরে ঝড় নেমে আয়,
আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষার নবশ্যামের
আগমনের কালে,
ওরে ঝড় নেমে আয়
যা উদাসীন যা প্রাণহীন
যা আনন্দহারা ;
চরম রাতের অশ্রুধারায়,
আজ হ'য়ে যাক সারা
যাবার যাহা যাক সে চলে,
রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে,
রিক্ত প্রাণের ঘরে ;
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের—প'রে।
নদীর জলে বান ডেকেছে,
কূল গেল তার ভেসে ;
যূথী বনের গন্ধবাণী
ছুটলো নিরুদ্দেশে।
পরাণ আমার জাগলো বুঝি
মরণ অন্তরালে।

(৩)

বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্য্যলোকে।
ছিল মন তোমারই প্রতীক্ষা করি,
যুগে যুগে দিনরাত্রি ধরি ;
ছিল মর্ম বেদনা ঘন অন্ধকারে
জনম জনম গেল বিরহ শোকে।

(৪)

ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
শুনি অতল জলের আহ্বান
মন রয়না রয়না রয়না ঘরে—
মন ররনা—চঞ্চল প্রাণ !

ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে;
সকল ভাবনা ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ
মন রয়না রয়না রয়না ঘরে
মন রয়না—চঞ্চল প্রাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল
ঢেউ দিল আমার মর্মতলে
ঢেউ দিয়েছে জলে।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে
এই বাতাসে;
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চদান;
দূর সিন্ধুতীরে
কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান।
মন রয়না রয়না রয়না ঘরে
মন রয়না—চঞ্চল প্রাণ॥

(৫)

দে তোরা আমায় নূতন করে দে
নূতন আভরণে।

হেমন্তের অভিসম্পাতে—
রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি

বসন্তে হোক দৈন্য-বিমোচন
নব লাবণ্য ধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
পল্লব আভরণে।

বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা
আনন্দ চঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে
বহে যাক হিল্লোলে হিল্লোলে।
যৌবন পাক সম্মান
বাঞ্ছিত সম্মিলনে।

(৬)

রোদন ভরা এ বসন্ত
সখী কখনও আসেনি বুঝি আগে।
মোর বিরহ বেদনা রাঙালো
কিংশুক রক্তিম রাগে।
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা;
সারাদিন রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে॥
দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো—
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধদ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে।
দেওয়া হোল না যে আপনারে
এইব্যথা মনে লাগে॥

(৭)

আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারই পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে॥

যে পুষ্পে গাঁথো পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু!
আমার পূজা নিবেদনের
দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে॥

তোমার রণজয়ের অভিযানে
তুমি আমায় নিয়ো;
ফুলবাণের টিকা আমার
ভালে এঁকে দিয়ো॥

আমার শূন্যতা দাও
যদি সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি।
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে দক্ষিণ বায়ে॥

(৮)

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে
বাজায় বাঁশি
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী॥
পুষ্প বিকাশের সুরে
দেহ মন ওঠে পুরে—
কি মাধুরীসুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি॥
সহসা মনে জাগে আশা
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা;
আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে—
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি

(৯)

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুমচয়নে;
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।

দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে;
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।

বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনার আঁখিতে।

ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চির জীবনেরই বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে।

(১০)

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়োনা ম্রিয়মান;
মুক্ত করো ভয়,
আপনামাঝে শক্তি ধরো,
নিজেরে করো জয়।

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো
মুক্ত করো ভয়,
নিজের'পর করিতে ভর না রেখ সংশয়।

ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

রূপায়ণেঃ

নমিতা সেনগুপ্তা, মালা সিংহ
সমীর কুমার, মিতা চ্যাটার্জ্জি
জহর রায়

৺জীবন গাঙ্গুলী, * হরিমোহন * উৎপল বোস
অনিল চ্যাটার্জি * প্রভাত বোস

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে : পঙ্কজ মল্লিক, সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী মুখোপাধ্যায়

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।